অধিক কিছু প্রত্যাশা

শাব্বাথ অপরাহ্ণ

শাস্ত্রপাঠ: ১ *করিন্থীয় ১০:১-১১; লেবিয় ৪:৩২-৩৫; ইব্রীয় ৪:১-১১; গীত ৯৫:৮-১১।*

মুখস্থপদ: "এই সকল বিষয় আমাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ ঘটিয়াছিল, যেন তাঁহারা যেমন অভিলাষ করিয়াছিলেন, আমরা তেমনি মন্দ বিষয়ের অভিলাষ না করি" (১ করিন্থীয় ১০:৬)।

যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে আপনি কুয়িন্স শিল্পকলা যাদুঘর ভ্রমণ করতে পারেন। এই যাদুঘরটি নিউ ইয়র্ক শহরের একটি মডেল/ডামি (নকল)। এই ডামিটি হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে বড় ডামি। ডামিটি নিউ ইয়র্ক শহরের সবগুলো ভবন দেখিয়ে থাকে। এই ডামিটি কমবেশ ৯৩৩৫ বর্গ ফুটের (৮৭০ বর্গ মিটার)। এই ডামিটি তৈরি করতে ১০০ দক্ষ শ্রমিক কঠোর পরিশ্রম করেছিল। ১৯৬৪ সালে তারা এই ডামিটি সম্পন্ন করে। শহরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট বছরগুলোতে এই ডামিটির সংস্কার করা হয় এবং ১৯৯০ সালেও করা হয়েছিল। এই ডামিটি নিউ ইয়র্ক শহরের একটি আদর্শ প্রতিরূপ/প্রতিবিম্ব।

পরিশেষে, এই ডামিটি হচ্ছে কেবলই একটি প্রতিরূপ। এই প্রতিরূপটি বাস্তবিক বড় কিছুর একটি রূপক।

সমস্ত প্রতিরূপই (নকল) এভাবে তৈরি হয়। ওগুলো আসল কিছু নয়। ওগুলো আসলে কোন কিছুর নকল কিংবা রূপক। এই প্রদর্শিত ডামি বা প্রতিরূপ আমাদেরকে কোন কিছুর উপরে ভাল ধারণা পেতে সাহায্য করে। কিন্তু ডামি তার প্রতিরূপ পরিবর্তন করতে পারে না। বাইবেল ডামি (রূপক) ও দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। এই দৃষ্টান্তগুলো বাইবেলের বৃহৎ সত্যগুলো দেখিয়ে দেয়। ইব্রীয় ৪ অধ্যায় আমাদের বাইবেলের সত্যগুলোর অন্যতম একটি দেখতে সাহায্য করে: বিশ্রাম বিষয়ক বাইবেলীয় সত্য।

রবিবার **সেপ্টেম্বর ৫**

মোশির উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজিত হন (১ করিন্থীয় ১০:১-১১)

'দৃষ্টান্ত' সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে পৌল তার করিন্থের পাঠকদের কি বার্তা দিতে চান? উত্তরের জন্য ১ করিন্থীয় ১০:১-১১ পদ পড়ুন।

১ করিন্থীয় ১০:৬ পদে ব্যবহৃত বাংলা 'দৃষ্টান্ত' শব্দটি বাইবেলের বিভিন্ন ইংরেজি সংস্করণে গ্রিক শব্দ 'টাইপোস' থেকে এসেছে। ইংরেজি ভাষায় ব্যবহৃত 'টাইপ' শব্দটি এই গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে। প্রতিরূপ কিংবা রূপক হচ্ছে আসলের মতই দেখতে। একটি নকল বা একটি প্রতিরূপ হচ্ছে কোন কিছুর একটি প্রতীক কিংবা রূপক। সুতরাং একটি প্রতিরূপ আমাদের সুনির্দিষ্ট কোন কিছু দেখায়।

ইব্রীয় ৮:৫ পদ আমাদেরকে একটি ডামি বা প্রতিরূপের একটি ভালো উদাহরণ দেয়। এই প্রতিরূপ আমাদেরকে বাইবেলের একটি বড় সত্য দেখায়: "তাহারা স্বর্গীয় বিষয়ের দৃষ্টান্ত ও ছায়া লইয়া আরাধনা করে, যেমন মোশি যখন তাম্বুর নির্মাণ সম্পন্ন করিতে উদ্যত ছিলেন, তখন এই আদেশ পাইয়াছিলেন, [ঈশ্বর] কহেন, 'দেখিও, পর্বতে তোমাকে যে আদর্শ দেখান গেল, সেইরূপ সকলই করিও'" (ইব্রীয় ৮:৫)।

ইব্রীয় ৮:৫ পদ দেখায় যে, স্বর্গের বিষয়গুলো সম্পর্কে বাইবেলীয় সত্য দেখাতে ঈশ্বর পৃথিবীর বিষয়গুলো ব্যবহার করছেন। ইব্রীয় ৮:৫ পদে আমরা যাত্রা ২৫:৯ পদের একটি উদ্ধৃতি পাই: "যে আদর্শ দেখান গেল, সেইরূপ সকলই করিও।" এই উদ্ধৃতি আমাদের দেখায় যে, পবিত্র তাম্বু ছিল স্বর্গীয় ধর্মধামের একটি 'দৃষ্টান্ত' বা প্রতিরূপ। আমাদের পরিত্রাণের জন্য যীশু এখন সেখানে কাজ করছেন।

পৌল ১ করিন্থীয় ১০ অধ্যায়ে যা বলছেন তা ভালভাবে বুঝতে এই দৃষ্টান্ত আমাদের সাহায্য করে। এই অধ্যায়ে, পৌল প্রতিজ্ঞাত দেশের উদ্দেশে মরুভূমির ভিতর দিয়ে চলা ইস্রায়েল জাতির কিছু অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলছেন। আমাদের পিতৃপুরুষেরা কথাটি দ্বারা মিসর-ত্যাগী ইস্রায়েলদের দেখায়। ঈশ্বর তাদেরকে তাঁর মেঘ দ্বারা পরিচালনা দিয়েছিলেন। ঈশ্বর লোহিত সাগর উন্মুক্ত করেছিলেন এবং তাঁর লোকেরা শুকনো ভূমির উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। সে-কারণে পৌল বলেন, ইস্রায়েল জাতি একটি নতুন জীবনে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন।

পৌল বলেন যে, মরুভূমির মধ্যকার এই গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা হচ্ছে দৃষ্টান্ত বা প্রতিরূপ। এই প্রতিরূপ যীশুতে বাপ্তিস্ম নির্দেশ করে। একইভাবে, যাত্রা ১৬:৩১-৩৫ পদে বর্ণীয় স্বর্গীয় খাবার, মান্না, হচ্ছে ১ করিন্থীয় ১০:৩ পদে পৌলের

কথিত 'আত্মিক খাদ্যের' প্রতিরূপ। ইস্রায়েল সন্তানেরা পাহাড় থেকে জল পান করেছিল। পৌল বলেন, এই পাহাড় হচ্ছে যীশু (১ করিন্থীয় ১০:৪)। নিঃসন্দেহে, যীশু হলেন 'জীবন খাদ্য' (যোহন ৬:৪৮) এবং 'জীবন জল' (যোহন ৪:১০)। বাইবেলের সত্য দেখাতে পৌল পুরাতন নিয়মের ইতিহাসের দৃষ্টান্তগুলো ব্যবহার করেছেন। বর্তমান কালের খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে, আমাদের জীবনে বাইবেলের এই সত্যের গুরুত্ব রয়েছে।

সোমবার **সেপ্টেম্বর ৬**

পুরাতন নিয়মের আরও কিছু দৃষ্টান্ত (লেবীয় ৪:৩২:৩৫)

যখন আমরা পুরাতন নিয়মের আরাধনা সম্পর্কে পড়ি, তখন আমরা অনেক রূপক কিংবা প্রতীক দেখতে পাই। পুরাতন নিয়মের এই দৃষ্টান্তগুলো আমাদের নূতন নিয়মের সত্যগুলো দেখায়। লেবীয় পুস্তক এই দৃষ্টান্তগুলোয় পূর্ণ। বর্তমানে, বাইবেলের আধুনিক পাঠকেরা মনে করে যে, এই দৃষ্টান্তগুলো অত্যন্ত একঘেয়েমি। তাই তারা ওসব পড়ে না। কিন্তু এটা লজ্জাস্কর। পুরাতন নিয়মের এই দৃষ্টান্তগুলো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আত্মিক সত্য শিক্ষা দিতে পারে।

লেবীয় ৪:৩২-৩৫ পদে বর্ণীত সাধারণ ইস্রায়েলীয়দের জন্য প্রচলিত পাপার্থক বলির উপহার বিষয়ে নিয়ম-কানুনগুলো পড়ুন। পাপার্থক বলি উপহার আমাদের বাইবেলের কি সত্য শিক্ষা দেয়? এই পাপার্থক বলি উপহার এবং যোহন ১:২৯ ও ১ পিতর ১:১৮-২১ পদের বক্তব্যের মধ্যে যোগসূত্র কি?

.....

.....

উপহার ও উপাসনা কার্যক্রম আমাদের বাইবেলের গুরুত্বপূর্ণ সত্য দেখায়। কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে, লোকেরা কেন আরাধনা করত এবং এই উপহার দিত। তাহলে আমরা উপহার ও আরাধনা বিধির বিষয় যথেষ্ট ভালভাবে জানতে পারব। পুরাতন নিয়মের বেশিরভাগ উপহার ও আরাধনার বিষয়টা একটি বিশেষ সময়ে ও বিশেষ স্থানে দেখা গেছে। অন্য আরও অনেক বিষয়ও সম্পৃক্ত রয়েছে। ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ও উপহারের এই সব বিষয়গুলো ঈশ্বরকে তুষ্ট করেছে। উপহার দেবার ব্যাপারে ঈশ্বর ইস্রায়েল সন্তানদের অনেক নিয়ম দিয়েছিলেন। ঈশ্বর

তাঁর লোকদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কখন ও কোথায় তাদের উপহারগুলো দিতে হবে।

রক্ত ছিল উপহারের মূলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই ব্যাপারটা শোভনীয় না এবং শোভনীয় হবার কথাও না। এ কারণে রক্ত আমাদেরকে জগতের সব থেকে কুৎসিত বিষয় দেখায়: পাপ।

পুরাতন নিয়মের আরাধনা পদ্ধতিতে রক্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন? ধর্মীয় নেতাদের অবশ্যই কেন বলির পশুর শিং-এ রক্ত ঢালতে হত? পুরাতন নিয়মে বর্ণীত উপহার বিষয়ক বেশিরভাগ নিয়ম-কানুন দেখাত যে, কিভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পশু বলি দিতে হবে। কিন্তু এই নিয়মগুলো অধিকন্তু ব্যাখ্যা করেনি যে, কেন উপহার উৎসর্গ করতে হবে। হতেপারে, ইস্রায়েল সন্তানেরা হয় আগেই এর প্রয়োজনীয়তা জেনেছিল। আমরা জানি যে, তারা রক্তের গুরুত্ব বুঝত (লেবীয় ১৭:১১)।

কিন্তু লেবীয় ৪:৩২-৩৫ পদে রক্তের বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা পাই। এই পদগুলো অনুসারে, পবিত্র নেতারা বেদির উপরে কিছু রক্ত ঢালত এবং বাকি রক্ত বেদির নিচে ঢালত: "এইরূপে যাজক তাহার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তাহার পাপের ক্ষমা হইবে" (লেবীয় ৪:৩৫)। এই পদ দেখায় যে, রক্ত হচ্ছে আমাদের ক্ষমার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রক্ত হচ্ছে মাধ্যম যার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর সাক্ষাতে আমাদের ধার্মিক করেন। সুতরাং, পুরাতন নিয়মের উপহার আমাদেরকে আমাদের জন্য যীশুর মৃত্যু দেখায়। আমাদের পরিত্রাণের জন্য যীশু বর্তমানে স্বর্গে যে-কাজ করছেন, এ উপহার আমাদের সেটাও দেখায়।

.....

.....

মঙ্গলবার **সেপ্টেম্বর ৭**

বিশ্রামের 'দৃষ্টান্ত' (ইব্রীয় ৪:১-১১)

বাইবেলে আর কি রূপক ও দৃষ্টান্ত রয়েছে যা আমাদের বিশ্রাম দেখায়? আসুন, ইব্রীয় পুস্তকে বর্ণীত একটি দৃষ্টান্ত দেখি।

ইব্রীয় ৪:১-১১ পদ পড়ুন। এই পদগুলো মোতাবেক ঈশ্বরের বিশ্রামে প্রবেশ করার মানে কি? ইস্রায়েল জাতি যখন মিসর ত্যাগ করে এবং ৪০ বছর

মরুভূমিতে বাস করে, তখন তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা কিভাবে আমাদেরকে ঈশ্বরের বিশ্রামে প্রবেশের ধারণাকে ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করে?

.....

.....

ইব্রীয় ৪:১-১১ পদ দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা সম্পর্কে বলে: হাল না ছাড়া এবং ঈশ্বরের অনুগত থাকা। ইব্রীয় ৪:১-১১ পদ হচ্ছে বিশ্বাসে সবল থাকার জন্য লোকদের প্রতি একটি আহ্বান। যীশুর বিষয়ে সুসমাচারের প্রতি অনুগত থাকতে ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করছেন।

ইব্রীয় ৪:১১ পদ আমাদের দেখতে সাহায্য করে যে, অতীতে ঈশ্বর যেভাবে আমাদের পরিচালনা দিয়েছেন, সেটা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। "অতএব আইস, আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করিতে যত্ন করি, যেন কেহ অবাধ্যতার সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে পতিত না হয়" (ইব্রীয় ৪:১১)। অর্থাৎ, ঈশ্বর যখন আপনাকে পরিচালনা দেন, তখন মনোযোগ দিন! ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে পুরাতন নিয়মের সময়কালে সুসমাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু সুসমাচার শেষমেষ ইস্রায়েল সন্তানদের কোন কাজে দেয়নি। তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করেছে (ইব্রীয় ৩:৭-১৫ পদের সঙ্গে তুলনা করুন)। সুতরাং, ইস্রায়েল জাতি কখনও ঈশ্বরের কাঙ্ক্ষিত বিশ্রাম লাভ করতে পারেনি।

ইব্রীয় ৪:৩ পদ আমাদের বিশ্বাস ও বিশ্রামের মধ্যকার নিবিড় যোগসূত্র দেখায়। কেবল তখনই আমরা ঈশ্বরের বিশ্রামে প্রবেশ করতে পারি যখন আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি ও আস্থা রাখি। যীশু আমাদের বিশ্রামের প্রতিজ্ঞা করছেন। আমাদের অবশ্যই বিশ্রাম করতে হবে এবং আস্থা রাখতে হবে যে, তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন।

ইব্রীয় ৪:৩ পদ আবার পড়ুন। এই পদ যেভাবে দেখায়, মরুভূমিতে ইস্রায়েল জাতির কি সমস্যা ছিল? তাদের কাছে এবং আমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হয়েছে (ইব্রীয় ৪:২)। তাহলে, তাদের করা ভুল দেখে আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি?

.....

.....

নূতন নিয়মের আদি খ্রীষ্টিয়ানরা পুরাতন নিয়ম গ্রহণ করেছিল। তারা বিশ্বাস করেছিল যে, যীশু হচ্ছেন ঈশ্বরের মেষশাবক এবং তাদের পাপের জন্য বলি উপহার। লোকেরা আরও বিশ্বাস করেছিল যে, এই উপহারের প্রতি তাদের বিশ্বাস তাদেরকে রক্ষা করবে। যীশুতে তাদের বিশ্বাস তাদেরকে বিশ্রাম দিয়েছিল। ঈশ্বর অদ্য আমাদের সেই একই বিশ্রাম দিচ্ছেন।

যীশুর রক্ত দ্বারা আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি। বাইবেলের এই সত্য বিশ্বাস হেতু কিভাবে আমরা তাঁর বিশ্রামের প্রতিজ্ঞায় প্রবেশ করতে পারি?

.....

.....

বুধবার **সেপ্টেম্বর ৮**

আপনার অন্তরকে অবাধ্য হতে দিবেন না (ইব্রীয় ৪:৪-৭)

ইব্রীয় ৪:৪-৭ এবং গীত ৯৫:৮-১১ পদ পড়ুন। ইব্রীয় ও গীতসংহিতার এই পদগুলোয় আপনি কি সতর্কবার্তা দেখতে পান? এই সতর্কবার্তা অদ্য আমাদের জন্য কি অর্থ বহন করে?

.....

.....

ইব্রীয় ৪:৪-৭ পদ বলে যে, কীভাবে ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরে বিশ্বাস দেখায়নি। সে-কারণে তারা ঈশ্বরের কাঙ্ক্ষিত বিশ্রামে প্রবেশ করতে পারেনি। ইব্রীয় ৪:৪-৭ পদে আমরা গীত ৯৫ অধ্যায়ের উদ্ধৃতি দেখতে পাই। গীত ৯৮:৮-১১ পদ আমাদেরকে মরুভূমির মধ্যে ইস্রায়েল জাতির অভিজ্ঞতা এবং পাপ থেকে আমাদেরকে দেওয়া ঈশ্বরের বিশ্রামের মধ্যকার একটি যোগসূত্র দেখায়। গীত ৯৫ অধ্যায় আমাদের বলে, ঈশ্বর একটি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, ইস্রায়েল তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করবে না। সে-সময়ে, লোকেরা বিশ্বাস করেছে যে, এই বিশ্রাম মানে হল প্রতিজ্ঞাত দেশ। কিন্তু পুরাতন নিয়মের যুগে বিশ্রাম কথাটি লোকদের একটি দেশে প্রবেশ করা অপেক্ষা বেশি কিছু বুঝিয়ে ছিল।

নিঃসন্দেহে, ইস্রায়েল সন্তানরা ৪০ বছর পর প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করে। ইস্রায়েলের প্রাপ্ত বয়স্ক লোকেরা মরুভূমিতে মারা গিয়েছিল, কারণ তারা ঈশ্বরের দেওয়া বিশ্রামে বিশ্বাস করেনি। আর, মরুভূমির মধ্যে ইস্রায়েল জাতির এক নতুন প্রজন্মের জন্ম হল। এই নতুন প্রজন্ম অবাধ্য মৃত ইস্রায়েলদের স্থান দখল করল। এই যুব-প্রজন্ম প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করল এবং সেখানে বাস করল।

কিন্তু যেমনিভাবে সময় পেরিয়ে গেল, ইস্রায়েল জাতির এই নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ সন্তানেরা যীশুকে তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে ধারণ করার অভিজ্ঞতা লাভ করল না। তাঁর পরিত্রাণ সাধক প্রেমে তারা বিশ্বাস রাখল না। সুতরাং, তারা সত্যিকারের বিশ্রাম পেল না। এই ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করল। তাদের অবাধ্যতা দেখিয়েছে যে, তারা ঈশ্বরে আস্থা রাখেনি।

ইব্রীয় ৪:৬ পদে, আমরা দেখি যে, ঈশ্বরের লোকেরা তাঁর বিশ্রামের প্রতিজ্ঞার বিষয় জানত। কিন্তু তারা তাঁর প্রতিজ্ঞায় প্রবেশ করেনি, কারণ তারা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকেনি। ঈশ্বরের বাধ্য না থাকা এবং তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ না করার মধ্যে যোগসূত্র কি?

.....

.....

ইব্রীয় ৪:৬ পদে ব্যবহৃত 'অদ্য' শব্দটি গ্রিক 'সেমেরন' থেকে এসেছে। 'সেমেরন' কথাটি আমাদের দেখতে সাহায্য করে যে, অপচয় করার মত সময় আমাদের নেই। 'সেমেরন' কিংবা 'অদ্য' শব্দটি আমাদের দেখায় যে, ঈশ্বর আমাদের এক্ষণই একটি সিদ্ধান্ত নিতে বলছেন। তিনি চান আমরা যেন তাঁর বিশ্রাম গ্রহণ করি।

ইব্রীয় পুস্তকের লেখক পৌল আমাদের দেখান যে, আমরা সত্যিই যদি বিশ্রাম চাই, আমাদের অবশ্যই 'আজই' ঈশ্বরকে উত্তর দিতে হবে। গীত ৯৫:৭, ৮ পদ আমাদের সতর্ক করছে, আমরা যেন ইস্রয়েল সন্তানদের মত ভুল না করি। যদি আমরা ভুল করি, তাহলে আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হব, যে-বিশ্রাম কেবল ঈশ্বর ও তাঁর দয়ার মধ্যে পাওয়া যায়।

বৃহস্পতিবার **সেপ্টেম্বর ৯**

ঈশ্বরের লোকদের জন্য আরেকটি বিশ্রাম (গালাতীয় ৩:২৬-২৯)

ইব্রীয় ৪:৮-১১ পদে, আমরা পড়েছি যে, যিহোশূয় ইস্রায়েলদের বিশ্রাম দেননি। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর লোকদের বিশ্রাম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এবং ঈশ্বর মিথ্যা বলেননি। সুতরাং, সেখানে আরেকটি 'বিশ্রাম' রয়েছে যা ঈশ্বরের লোকেরা উপভোগ করবে। এই দলের লোকেরা কেবল যিহূদী খ্রীষ্টিয়ান নয়। ঈশ্বরের এই দলটি হচ্ছে প্রত্যেকে, যারা তাঁকে তাদের ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে মেনে নেয়।

গালাতীয় ৩:২৬-২৯ পদ আমাদের যীশুকে গ্রহণ করা লোকদের একটি চিত্র দেখায়। এ-কথার মানে কি যে, "যিহূদী কি গ্রীক আর হইতে পারে না, দাস কি স্বাধীন আর হইতে পারে না, নর ও নারী আর হইতে পারে না, কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা সকলেই এক" (গালাতীয় ৩:২৮)।

কিছু লোক বলে, ইব্রীয় ৪ অধ্যায় দেখায় যে, আমরা যেন সপ্তম দিনের বিশ্রাম দিন পবিত্র বলে মান্য করি। অন্যরা বিমত দেখায়। তারা বিশ্বাস করে, ইব্রীয় ৪ অধ্যায় দেখায় যে, আমাদের আর বিশ্রামদিন পবিত্র বলে মান্য করার দরকার নেই, কারণ ঈশ্বর আমাদের শেষকালে আরেকটি বিশ্রামের প্রতিজ্ঞা করছেন। উভয় ধারণাই আমাদেরকে ইব্রীয় ৪ অধ্যায়ের সত্যিকারের শিক্ষা দেখাতে ব্যর্থ। ইব্রীয় ৪ অধ্যায় আমাদের দেখায় যে, বিশ্রামদিনের বিশ্রাম আমাদেরকে ভবিষ্যতে শেষকালিন বিশ্রামের একটি ছোট পূর্ব-স্বাদ দেখায়। যিহূদীরা বিশ্রামকে 'ওলামহাবা' হিসেবে দেখত। ইব্রীয় ভাষায় 'ওলামহাবা' মানে হচ্ছে 'নতুন পৃথিবী।'

ঈশ্বরের লোকদের ভবিষ্যৎ বিশ্রামের প্রতিজ্ঞা আমাদের দেখায় যে, আমাদের অনন্ত জীবনের জন্য কাজ করার দরকার নেই। পরিত্রাণের জন্য আমরা ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখতে পারি। আমরা তাঁর দয়া ও ক্ষমার প্রতিজ্ঞায় বিশ্রাম করতে পারি।

সুতরাং, তারা ভুল বলে যারা ইব্রীয় ৪ অধ্যায় নিয়ে বলে যে, আমাদের আর চতুর্থ আজ্ঞা পালনের দরকার নেই। হ্যাঁ, যীশু আমাদেরকে পাপ থেকে বিশ্রাম প্রতিজ্ঞা করেছেন। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা দ্বারা সপ্তম দিনের বিশ্রামবার পালনের পরিবর্তন করা হয়নি। নিঃসন্দেহে, না! ইব্রীয় ৪ অধ্যায় আসলে আমাদেরকে বিশ্রামদিন পবিত্র বলে পালন করার প্রয়োজনীয়তা দেখায়, কারণ যীশু সমস্তকিছু আমাদের জন্য করেছেন এবং এখন ও আমাদের জন্য করছেন।

আমরা এমন একটি সময়ে বাস করছি যখন লোকেরা শ্রম ও সফলতার মর্যাদা দেয় যা কঠিন পরিশ্রম থেকে আসে। সুতরাং, এ-সময়ে আমাদের অন্য যেকোন সময় অপেক্ষা যীশুতে অধিক বিশ্রাম করতে হবে। আমাদের আস্থা রাখতে হবে যে, আমাদের পরিত্রাণ ও পরিবর্তনের জন্য তাঁর দয়া যথেষ্ট। এই বিশ্বাস জগতের বেশিরভাগ লোকের বিশ্বাসের বিপরীতে যায়। কিন্তু, এই বর্তমান সময়ে অন্য লোকেরা যখন তাদের নিজেদের কঠোর পরিশ্রম ও সফলতার উপর নির্ভর করছে, তখন আমাদের অবশ্যই যীশুর প্রতিজ্ঞায় আস্থা রাখার জন্য যথেষ্ট সাহসী হতে হবে।

কিছু লোক ধারণা করে যে, তাদের পাপ ক্ষমার অযোগ্য। কিভাবে আপনি এই লোকদেরকে যীশুতে বিশ্রাম পেতে সাহায্য করতে পারেন?

.....

.....

শুক্রবার **সেপ্টেম্বর ১০**

অতিরিক্ত আলোচনা: "অধিকন্তু আমরা আমাদের সঙ্কট ও জটিল সমস্যা নিয়ে যীশুর আসতে আগ্রহ দেখাই না। মাঝেমাঝে আমরা আমাদের অন্তরের সমস্যা অন্যের উপর ঢেলে দিতে চাই। এমন কাউকে আমাদের সমস্যা বলি যে-কিনা আমাদের সাহায্য করতে পারে না। আমরা যীশুকে সমস্তকিছু বলতে ব্যর্থ হই। যীশু আমাদের দুঃখগুলো আনন্দ ও শান্তিতে পরিণত করতে পারেন। আমাদের স্বার্থপরতা ছাড়তে হবে এবং ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। যখন আমরা এটা করব, তখন আমরা ক্রুশকে মহিমান্বিত করব। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা অতিমূল্যবান। আমাদের অবশ্যই বাইবেল পড়তে হবে যেন আমরা আমাদের জীবন নিয়ে তাঁর পরিকল্পনা জানতে পারি। যখন আমরা মনোযোগ দিয়ে ঈশ্বরের বাক্য পড়ব এবং এর শিক্ষামালা মেনে চলব, তখন ঈশ্বর আমাদের পরিচালনা দিবেন। আমি চাই যে, পুরোহিতেরা এবং কোন লোকেরা তাদের ভারী বোঝা ও সমস্যাগুলো যীশুর কাছে নিয়ে দিক। যীশু তাদেরকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। শান্তি ও বিশ্রাম দেবার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন! যারা তাঁর উপরে আস্থা রাখে, তিনি তাদের পরিত্যাগ করেন না।" –ঈলেন জি হোয়াইট, *দ্যা সাইন্স অব্ দ্যা টাইমস*, মার্চ ১৭, ১৮৮৭, পৃষ্ঠা: ১৬১।

"প্রিয় যুবক ও যুবতীরা, তোমরা কি সেই আনন্দ ও প্রত্যাশার সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখছ যখন প্রভু তাঁর পিতা ও স্বর্গদূতদের সাক্ষাতে তোমার নাম স্বীকার করবেন? সদাপ্রভু তোমার পবিত্র বিচারকর্তা। দ্বিতীয় আগমনের প্রস্তুতির জন্য তুমি যে সেরা কাজটি করতে পার তা হল, যীশু তাঁর প্রথম আগমনে আমাদের জন্য যে প্রতিজ্ঞার রেখে গেছেন, সেই প্রতিজ্ঞায় বিশ্রাম করা। তোমার ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে অবশ্যই তোমাকে যীশুতে বিশ্রাম করতে হবে।" –ঈলেন জি হোয়াইট, *আওয়ার হাই কলিং*, পৃষ্ঠা: ৩৬৮।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী:

১। বিশ্রামবারের বিশ্রাম কিভাবে আপনাকে অনন্তজীবনের একটি 'স্বাদ' দেয়?

২। যীশু আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে আনেন এবং আমাদেরকে আবার তাঁর সঙ্গে এক করেন। রোমীয় ৫:১১ পদ পড়ুন। কেউ যদি আপনাকে প্রশ্ন করে, 'ঈশ্বরের সঙ্গে এক হওয়া বলতে কি বোঝায়? এটা কিভাবে আপনার জীবনকে উন্নত করতে পারে?' আপনি কি উত্তর দিবেন?

৩। আমাদের সমস্যা যতটা বড়, কিভাবে আমরা আমাদের সমস্যাটাকে তার থেকে আরও বড় করে তোলা এড়াতে পারি? কিভাবে আমরা আমাদের দৃষ্টিকে বাইবেলে দেখা বৃহৎ চিত্রের প্রতি নিবদ্ধ রাখতে পারি?

৪। মরুভূমিতে ইস্রায়েল সন্তানেরা যে ভুলগুলো করেছিল, সেগুলো নিয়ে আবার চিন্তা করুন। কিভাবে আমরা সেই একই সমস্যার মুখোমুখি হই? কিভাবে আমরা তাদের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিতে পারি?